অহংকার ও তার আলামত

19-Nov -2026

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)



(For Islamic Brothers)

অহংকার

ও তার আলামত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরুদ শরীফের ফযিলত..... 5
বয়ান শোনার নিয়ত 5
আমি মৃত্যুর ফেরেশতা 6
অহংকারের ধ্বংসলীলা 7
অহংকারের পরিচয়?..... 8
অহংকারের প্রকারভেদ 9
অহংকারের তিনটি প্রকারের বিধান 10
ছিন্নভিন্ন করে ফেলব..... 14
অহংকারের আলামত 15
বিনয় ও নম্রতার সংজ্ঞা..... 17
এই অহংকার দ্বারা কী অর্জিত হয়? 18
অহংকারের ক্ষতিসমূহ..... 18
অহংকার থেকে মুক্তির কতিপয় পদ্ধতি..... 19
নেক আমল নম্বর ৫৫ এর প্রতি তাকিদ 21
পোশাকের সুন্নাত ও আদব 22
ঘোষণা 22
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া 23
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... 23
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:..... 23
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:..... 24
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব: 24

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 24
(৬) দরূদে শাফায়াত: 25
(১) এক হাজার দিনের নেকী 25
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 25
সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২২ অক্টোবর ২০২৬ইং 26
কাপড় পরিধানের অবশিষ্ট আদাব 26
শৌচাগারে প্রবেশ করার আগের দোয়া 27
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 28
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 29
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 31
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল 31
মাসিক ৪টি নেক আমল 32
বার্ষিক ৩টি নেক আমল 32
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 32

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়ত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়ত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়তও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়ত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا یُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی یَوْمِ الْقِیَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِیْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَیْكَ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমার কবরে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন, যাকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের আওয়াজ শোনার ক্ষমতা দান করা হয়েছে, সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরুদ পাঠ করবে সে আমাকে তার নাম ও বাবার নামসহ পেশ করে যে, অমুকের ছেলে অমুক আপনার উপর দরুদ পাঠ করেছে। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/২৫১, হাদিস: ১৭২৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমি মৃত্যুর ফেরেশতা

হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক বাদশাহ কোথাও যাওয়ার জন্য বাহন প্রস্তুত করলেন, তিনি পরিধানের পোশাক আনালেন কিন্তু সেটা তার পছন্দ হলো না, আরেকটি পোশাক আনা হলো সেটাও তার পছন্দ হলো না, অনেকবার এরকম করার পর সে তার পছন্দের কাপড় পরিধান করলো, একইভাবে তিনি বাহন আনালেন সেটাও তার পছন্দ হলো না এমনকি, তার নিকট বিভিন্ন প্রকার বাহন আনা হলো, তার মধ্যে থেকে তিনি সবচেয়ে উত্তম বাহনের উপর আরোহন করলেন, ইতিমধ্যে ইবলিস আসল, সে তার নাকে ফুঁক দিল ফলে সে অহংকারে ফুলে উঠল এরপর সৈন্যদের নিয়ে রওনা হলো আর অহংকারের কারণে মানুষের দিকে তাকাচ্ছিলেন না। এর মাঝে এক ব্যক্তি আগমন করল যার কাপড় ছিল জীর্ণ-শীর্ণ, সে বাদশাহকে সালাম দিলে বাদশাহ তার সালামের উত্তর দিলেন না। সে বাদশাহর বাহনের লাগাম ধরলো। বাদশাহ বললেন: লাগাম ছেড়ে দাও, তুমি অনেক বড় বিয়াদবি করছো। সে বলতে লাগল: তোমার সাথে আমার একটি কাজ আছে। তিনি বললেন: আমি নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। ওই ব্যক্তি বললো: না এখনই। এরপর সে লাগামটিকে খুব ভালোভাবে টেনে ধরলো। বাদশাহ বললেন: বলো! কী কাজ? সে বলল: গোপন কথা। বাদশাহ মাথা ঝুকিয়ে তার কাছে নিয়ে গেলেন তখন সে কানে কানে বলল: “আমি মৃত্যুর ফেরেশতা” (এটা শুনে) বাদশাহর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল, জিহ্বা তোতলাতে লাগল এবং তিনি তাঁকে বলতে লাগলেন: আমাকে অন্তত এতটুকু অবকাশ দিন যেন আমি বাড়ি গিয়ে নিজের কাজগুলো গুছিয়ে নিতে পারি এবং পরিবারের লোকদের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারি। মালাকুল

মউত (হযরত আযরাইল) عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: না, আল্লাহ পাকের শপথ! এখন তোমার সম্পদ ও তোমার পরিবার কাউকে দেখার সুযোগ পাবে না, এরপর তার রুহ কবজ করা হলো আর সে লাকড়ির মতো পড়ে গেল।

(লুবাবুল ইহইয়া, পৃ: ৩৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অহংকারের ধ্বংসলীলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হলো! * অহংকার ও দম্ভ হলো শয়তানের পক্ষ থেকে * অহংকার ও দম্ভে লিপ্ত লোক নিজেকে অনেক বড় মনে করে পক্ষান্তরে অন্যান্য লোকদেরকে তুচ্ছ ও লাঞ্ছিত মনে করতে থাকে * অহংকার ও দম্ভে লিপ্ত হয়ে লোক নিজের চেয়ে নিম্ন শ্রেণির লোকদের সালামের উত্তর দেওয়াটাও নিজের জন্য অসম্মান মনে করে * অহংকার ও দম্ভে লিপ্ত মানুষের মনে মৃত্যু এবং মরা, বরং মৃত্যুর নাম শুনলেও অনেক বেশি ভয় অনুভূত হতে থাকে।*অহংকার ও দম্ভে লিপ্ত হয়ে মানুষ কেবল দুনিয়ার উন্নতির পেছনেই লেগে থাকে এবং কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি ও পরীক্ষা হতে উদাসীন থাকে।*অহংকার ও দম্ভে লিপ্তে হয়ে মানুষকে মৃত্যু পর্যন্ত চরম লজ্জার সম্মুখীন হতে হয় * অহংকার ও দম্ভে লিপ্ত হয়ে লোকদের মৃত্যুর সময় বিন্দু পরিমাণ অবকাশ দেওয়া হয় না * এবং অহংকারী লোকের মৃত্যুর সময় তাওবার তৌফিক মিলে না। সুতরাং যেহেতু অহংকারের এতগুলি ধ্বংসলীলা রয়েছে এবং এটির পরিণাম খুবই ভয়ানক, সুতরাং আমাদের উচিত এই বিপদ থেকে বেঁচে থাকা এবং অপরকেও এটা থেকে বাঁচিয়ে রাখা, مَعَاذَالله যদি কেউ এই রোগে আক্রান্ত থাকে তাহলে তার উচিত যত দ্রুত সম্ভব এই ব্যাধি থেকে নিজেকে দূরে

রাখা, যতদিন পর্যন্ত অহংকারে পতিত ছিল, আল্লাহ পাকের দরবারে সত্যমনে তাওবাও করা এবং ভবিষ্যতে অহংকার থেকে বেঁচে থাকার জন্য অহংকার সম্পর্কে জ্ঞানও অর্জন করতে থাকা কেননা অহংকার সম্পর্কে জানা গুরুত্বপূর্ণ ফরযের অন্তর্ভুক্ত, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া খণ্ড: ২৩, পৃষ্ঠা: ৬২৪ লিখেন: মুহাররামাতে বাতেনীয়া (অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ নিষেধাজ্ঞা যেমন) অহংকার ও রিয়া এবং আত্মগর্ব এবং অহংকার ইত্যাদি এবং সেগুলোর চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করাও প্রত্যেক মুসলমানের উপর গুরুত্বপূর্ণ ফরয। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৬২৪)**

কিন্তু আফসোস! দুনিয়াবী ইলমের তুলনায় আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান অনেকটা কম থাকে আবার তার মধ্যে কতটুকুই বা সঠিক? অথচ দুনিয়াবি তথ্যের আধিক্যের ওপর আখিরাতে আমরা কোনো প্রতিদান পাব না, আর তা কম হওয়ার কারণে কোনো শাস্তিও হবে না! অবশ্যই দ্বীনি মৌলিক বিষয়াদির জ্ঞান না থাকাটা আখেরাতে ক্ষতির কারণ এই নশ্বর পৃথিবীতে করা নেক আমল পরকাল আবাদের পাথেয়, আর গুনাহ হলো ধ্বংসের কারণ; পক্ষান্তরে গুনাহসমূহ বরবাদের কারণ হবে তাই আমাদের উচিত আমরা যেন ইলমে দ্বীন অবশ্যই অর্জন করি, যাতে আমাদের আখেরাতও সুন্দর হতে পারে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অহংকারের পরিচয়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহংকার সম্পর্কে আরও জানার জন্য প্রথমে আসুন! অহংকারের সংজ্ঞা (Defination) শুনে নিই: যেমন

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ অর্থাৎ অহংকার হলো হকের বিপরীত এবং মানুষকে ছোট মনে করার নাম। **(মুসলিম, হাদিস: ৯১, পৃ: ৬১)** ইমাম রাগেব ইসফাহানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: অহংকার হলো এটা যে, মানুষ নিজেকে অন্যের চেয়ে উত্তম মনে করবে। **(আল মুফরিদাত লির রাগেব, পৃ: ৪২১)** হযরত আল্লামা আব্দুল গণি নাবুলুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিজেকে অপরের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং ভালো মনে করাকে "অহংকার" বলা হয়। **(হাদিকাতু নাদিয়া, ১/৫৪৩)**

অহংকারের প্রকারভেদ

ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অহংকার তিন প্রকার:

(১) ওই অহংকার যা আল্লাহ পাকের মোকাবেলায় হয় যেমন ইবলিস (শয়তান), নমরুদ ও ফেরাউনের অহংকার অথবা এমন লোকদের অহংকার যারা খোদা দাবি করে এবং আল্লাহ পাকের বান্দাদের থেকে ঘৃণাবশত মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(২) ওই অহংকার যা আল্লাহ পাক ও তার রাসূলের মোকাবেলায় হয়, যেমনিভাবে মক্কার কাফেররা করেছে আর বলেছে যে, আপনার মতো বাশারের আনুগত্য করবো না, আমাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ পাক কোনো ফেরেশতা বা সর্দার কেন পাঠাননি, আপনি তো একজন এতিম সন্তান।

(৩) ওই অহংকার যা মানুষের উপর করা হয়ে থাকে, যেমন তাদেরকে ছোট চোখে দেখা, হক না মানা এবং নিজেকে উত্তম ও বড় মনে করা।

(কিমিয়ায়ে সাআদাত, পৃ: ৭০৭, ৭০৮)

অহংকারের তিনটি প্রকারের বিধান

আল্লাহ পাক ও তার প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে অহংকার করা কুফরি পক্ষান্তরে সাধারণ বান্দাদের উপর অহংকার করা কুফরি নয় কিন্তু এটার গুনাহ অনেক বড়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অহংকারের বিপদ ও সেটার ধ্বংসলীলা থেকে হেফাযত করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কুরআনুল কারীমে অহংকারীদের মন্দ পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন

পারা: ৯, সূরা: আরাফ এর আয়াত নম্বর ১৪৬ এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ

(পারা: ৭, সূরা: আরাফ, আয়াত: ১৪৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেবো যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে নিজেদের অহংকার প্রকাশ করতে চায়।

বর্ণনাকৃত আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন হযরত ইমাম বাগভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: এটার অর্থ হলো এটা যে, যেই লোক আমার বান্দার উপর অহংকার করে এবং আমার ওলীদের সাথে যুদ্ধ করে, আমি তাদেরকে আমার আয়াত কবুল করার এবং সেগুলো সত্যায়ন করা থেকে ফিরিয়ে দিবো যেন তারা আমার উপর ঈমান না আনে। এটি তাদের ইনাদ (তথা

হৃদয়ে লুকায়িত শত্রুতা) এর শাস্তি যে, তাদেরকে হেদায়েত থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। **(তাফসীরে বাগভী, পারা: ৯, সূরা: আরাফ, আয়াতের ব্যাখ্যা: ১৪৬ পৃ: , ২/১৬৭)**

এই আয়াতে অহংকারের কুফল এবং অহংকারীর যেই পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো, অহংকারী যদি সমস্ত নিদর্শনও দেখে নেয় তারপরও সে ঈমান আনবে না আর যদি সে হেদায়েতের রাস্তা দেখে নেয় তাহলে সেটাকে তার রাস্তা বানায় না আর যদি পথভ্রষ্টতার রাস্তা দেখে নেয় তাহলে সেটাকে গ্রহণ করে নেয়। এটা থেকে প্রতীয়মান হলো, অহংকার হলো ওই আগুন যা হৃদয়ের সমস্ত যোগ্যতাকে জ্বালিয়ে বরবাদ করে দেয় বিশেষ করে যখন আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দাদের মোকাবেলায় অহংকারী হয়। আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

(তাফসীর বাগভী, সূরা: আল-আ'রাফ, পৃ: ৯, আয়াত: ১৪৬ এর অধীনে, ২/১৬৭)

পারা: ১৪, সূরা: নাহল, আয়াত নম্বর ২৩ এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِیْنَ ﴿۲۳﴾

(পারা: ১৪, সূরা: নাহল, আয়াত: ২৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় তিনি অহংকারীদের অপছন্দ করেন।

এইভাবে পারা: ২৩, সূরা: স্বা-দ এর ৭৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

خَلَقْتَنِیْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِیْنٍ ﴿۷۶﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো আর তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছো। **(পারা: ২৩, সূরা: স্বদ, আয়াত: ৭২)**

বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকার ব্যাখ্যায় ইমাম নাসাফী লিখেছেন: আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে বললেন: আমি মাটি থেকে হযরত আদম

عَلَيْهِ السَّلَام কে সৃষ্টি করবো, এরপর যখন আমি তার সৃষ্টি পরিপূর্ণ করবো আর তাতে বিশেষ রূহ ফুঁকে দিয়ে তাঁকে জীবন দান করব তখন তোমরা তার জন্য সিজদা করবে, যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর সৃজন প্রণালী পরিপূর্ণ হলো তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে সমস্ত ফেরেশতারা একত্রিত হয়ে তাঁকে সিজদা করলো তখন ইবলিস (শয়তান) সিজদা করেনি, সে অহংকার করল আর সে আল্লাহ পাকের ইলমে কুফর সম্পাদনকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্লাহ পাক বললেন: হে ইবলিস! তোমাকে কোন জিনিসটা আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সিজদা করতে বাধা দিয়েছে যাকে আমি আমার কুদরতি হাতে বানিয়েছি? তুমি কি অহংকার করেছো নাকি তুমি (আগে থেকেই) ওই দলে ছিলে যাদের স্বভাবই হলো অহংকার করা। ইবলিস বলল: আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেননা তুমি আমাকে আগুন দিয়ে বানিয়েছো আর তাকে বানিয়েছো মাটি দিয়ে। এর দ্বারা ইবলিসের উদ্দেশ্য ছিল এটা যে, যদি হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করা হতো আর আমার বরাবরও হতো তারপরও আমি তাকে সিজদা করতাম না। সুতরাং এটা কিভাবে সম্ভব যে, আমি তারচেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাকে সিজদা করবো। আল্লাহ পাক বললেন: তুমি জান্নাত থেকে বেরিয়ে যাও কারণ নিশ্চয় তুমি তোমার অনিষ্টতা, অবাধ্যতা ও অহংকারের কারণে বিতাড়িত, কিয়ামত পর্যন্ত তোমার উপর আমার অভিশাপ, কিয়ামতের পরও এবং বিভিন্ন ধরনের আযাবও (থাকবে)। এরপর আল্লাহ পাক তার আকৃতি পরিবর্তন করে দিলেন, সে পূর্বে খুব সুন্দর ছিল, এরপর থেকে তাকে কুৎসিত আর কালো আকৃতির বানিয়ে দেওয়া হলো এবং তার নূরানিয়্যতও ছিনিয়ে নেওয়া হলো।

(তাফসীরে মাদারিক, পৃ: ২৩, আয়াত ৭১, ৭৮-এর অধীনে, পৃ: ১০২৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে কুরআনুল কারীমে অহংকার করার প্রতি নিন্দা করা হয়েছে এবং অহংকারের পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে তেমনিভাবে হাদিসে মুবারাকার মধ্যেও সেটার প্রতি তিরস্কার ও আযাব বর্ণিত হয়েছে।

আসুন! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি আর শিক্ষা অর্জন গ্রহণ করি, যেমন

- ইরশাদ হয়েছে: আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের নিকৃষ্ট বান্দার ব্যাপারে বলবো না? আর সে হলো দুশ্চরিত্র ও অহংকারী। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৯/১২০, হাদিস: ২৩৫১৭)**
- ইরশাদ করেছেন: কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিঁপড়ার আকৃতিতে উঠানো হবে, চারিদিক থেকে অপদস্ততা তাদেরকে ঢেকে নিবে, তাদেরকে দোযখের কয়েদখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদের উপর আগুন ছেঁয়ে যাবে এবং তাদেরকে "طِيْنَةُ الْخَبَال" অর্থাৎ জাহান্নামীদের পুঁজ ও রক্ত পান করানো হবে। **(তিরমিযী, ৪/২২১, হাদিস: ২৫০০)**
- ইরশাদ করেছেন: কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিঁপড়ার আকৃতিতে উঠানো হবে আর লোকেরা তাদেরকে পদদলিত করবে কেননা আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের কোনো গুরুত্ব থাকবে না। **(মাওসুআতু ইবনে আবি দুনিয়া, ৩/৫৭৮, হাদিস: ২২৪)**
- ইরশাদ করেন: নিশ্চয় জাহান্নামে একটি উপত্যকা রয়েছে যেটাকে হাবহাব বলে, আল্লাহ পাকের ফয়সালা হলো তিনি ওটাতে সমস্ত অহংকারীদেরকে নিক্ষেপ করবেন। হে বিলাল! তুমি সেটাতে নিক্ষেপকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। **(মুসনদে আবি ইয়া'লা, ৬/২০৭, হাদিস: ৭২১৩)**

❁ ইরশাদ হয়েছে: যার হৃদয়ে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। **(মুসলিম, ৬০ পৃ: , হাদিস: ১৪৭)**

বর্ণনাকৃত শেষের হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: জান্নাতে প্রবেশ করবে না দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অহংকারের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না তবে অহংকার ও সমস্ত মন্দ স্বভাবের আযাব ভোগ করার পর অথবা আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(মিরকাতুল মাফাতীহ, ৮/৮২৮, ৮২৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ছিন্নভিন্ন করে ফেলব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! অহংকার কোনো মানুষের জন্যই শোভা পায় না বরং অহংকারী ব্যক্তির উদাহরণ হলো এই যে, কোন কর্মচারী তার মালিকের অনুমতি ছাড়া তার পোশাক পরিধান করে নিল, তার ব্যক্তিগত জিনিসগুলিকে নিজের মনে করে ব্যবহার করা শুরু করে দিল, একইভাবে তার মত হুকুম দেওয়া শুরু করে দিল তবে এমন কর্মচারী তার মালিকের পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তি পাবে, একদম একইভাবে "সিফাতে আকবর" এ অংশগ্রহণের নিন্দনীয় প্রচেষ্টাকারী মানুষ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে শাস্তির উপযুক্ত হবে, যেমন

নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন: অহংকার হলো আমার চাদর, সুতরাং যে আমার চাদর নিয়ে আমার সাথে ঝগড়া করবে আমি তাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলব।

(মুসতাদরাক, কিতাবুল ঈমান, হাদি: ২১০, ১/২৩৫। মিরাতুল মানাজীহ, ৬/৬৫৯)

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "অহংকার" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তিগত বড়ত্ব আর মাহাত্ম্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো গুণগত বড়ত্ব। চাদর ও তেহবন্দ বলার উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে বোঝানোর জন্য যে, যেমনটি একটা চাদর, একটা তেহবন্দ দুইজন বান্দা পরিধান করতে পারে না ঠিক একইভাবে মাহাত্ম্য ও বড়ত্ব আমি ব্যতীত অন্য কারো জন্য হতে পারে না। **(মিরাতুল মানাজীহ, ৬/৬৫৯)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! প্রতিটি অভ্যন্তরীণ রোগের কিছু না কিছু আলামত থাকে, একইভাবে অহংকারেরও কিছু আলামত রয়েছে, তো আসুন! সর্বপ্রথম আমরা অহংকারের কিছু আলামত সম্পর্কে জেনে নিই এরপর নিজেদেরকে যাচাই করার চেষ্টা করবো। আসুন! অহংকারের আলামত সম্পর্কে জেনে নিই, যথা-

অহংকারের আলামত

(১) এই বিষয়টি পছন্দ করা যে, লোকেরা আমাকে দেখে সম্মানপূর্বক দাঁড়িয়ে যাক যেন অন্যের সামনে আমার মান ও মর্যাদা প্রকাশ পায়। অতএব এই আলামতটিকে মাথায় রেখে আমাদের উচিত আমরা যেন ভেবে দেখি যে, আমরাও এরকম কিনা? হ্যাঁ! যদি কোনো ইসলামী ভাই মানুষদের দাঁড়িয়ে যাওয়াকে এজন্য পছন্দ করে যে, অল্প জ্ঞান সম্পন্ন ভাইয়েরা যেন তার অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারে আর তারা দ্বীনি বিষয়ে তার নসীহত গ্রহণ করে এবং অহংকারের নাম নিশানাও তার হৃদয়ে না থাকে তবে এটা অহংকার নয়। **(তাকাব্বুর, পৃ: ২৭)**

(২) এই বিষয়টি আকাঙ্ক্ষা করা যে, ইসলামী ভাইয়েরা আমার সম্মানের খাতিরে আমার সামনে আদব সহকারে দাঁড়িয়ে থাকুক যাতে অন্যান্য

ইসলামী ভাইদের মধ্যে আমার মর্যাদা প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে আমাদের সজাগ থাকা উচিত যে, কখনো আমরা যেন এই অভ্যাসটি গ্রহণ করে না নিই।

(৩) কোথাও আসা-যাওয়ার সময় এই আকাঙ্ক্ষা রাখা যে, আমার কোন ছাত্র, শুভাকাঙ্ক্ষী অথবা কোন বন্ধু আমার বরাবর বা পেছন পেছন হাঁটুক যাতে অন্য লোকেরা আমাকে সম্মানের উপযুক্ত মনে করে। হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত কারো পেছনে চলা ব্যক্তি থাকে আল্লাহ পাকের সাথে তার দূরত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত বাড়তে থাকে। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪৩৪)** হ্যাঁ! কখনো কখনো কারো মাঝে এই অভ্যাসটি থাকে যে, হাঁটার সময় তার সাথে কেউ না কেউ অবশ্যই থাকুক এজন্য যে, একা চললে সে ভয় অনুভব করে অথবা একা যাওয়ার দ্বারা শত্রুর ভয় রয়েছে যে, তাকে ক্ষতি করবে তবে এতাবস্থায় কাউকে সাথে নেওয়াটা অহংকার নয়।

(৪) কারো সাথে সাক্ষাত করার জন্য নিজে থেকে যাওয়াকে অপমান মনে করা, এই বিষয়টি পছন্দ করা যে, অন্যজন স্বয়ং নিজে এসে আমার সাথে সাক্ষাত করুক। যদি কেউ তার দ্বীনি বা দুনিয়াবী ব্যস্ততার কারণে মানুষের সাথে সাক্ষাত করতে না যায় অথবা এজন্য সাক্ষাত না করে যে, গীবত ইত্যাদি গুনাহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অথবা সামনের ব্যক্তির সাক্ষাত করাটা তার অপছন্দ হবে তাহলে এমন করাটা অহংকার নয় এবং এই কারণে সাক্ষাত না করাটা তিরস্কারযোগ্য নয়।

(৫) প্রকাশ্যে কোন নিম্নতর লোকের বরাবর সামনে এসে বসে যাওয়াটা এজন্য অপছন্দ করা যে, আমি এরচেয়ে উত্তম, এটাও অহংকারের মধ্যে শামিল।

(৬) রোগী, অক্ষম এবং গরীব লোকদেরকে তুচ্ছ মনে করে তাদের পাশে বসা থেকে বেঁচে থাকাও অহংকারের একটি আলামত। অতএব আমরা চিন্তা করে দেখি যে, কখনো আবার আমাদের মধ্যেও এই স্বভাবটি পাওয়া যাচ্ছে কিনা।

(৭) অহংকারের আলামত এটাও যে, কাউকে তুচ্ছ মনে করে আগে সালাম না দেওয়া বরং অপরের প্রতি আশা রাখা যে, সে আগে আমাকে সালাম দিবে।

(৮) অহংকারের আলামতের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, নিজের অধীনস্থ অথবা অন্য কোন ইসলামী ভাইকে তুচ্ছ মনে করে তার সাথে হাত মিলানোকে অপছন্দ করা, যদি হাত মিলাতেও হয় তবে সেটা অপছন্দ হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এইমাত্র আমরা অহংকারের আলামত সম্পর্কে শুনেছি, এগুলো মাথায় গেঁথে নিন, যদি এসব আলামতসমূহের মধ্যে কোন আলামত নিজের মধ্যে বিদ্যমান দেখেন তবে দ্রুত সংশোধন করে নিন এবং অহংকারের বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। আসুন! বিনয়ের সংজ্ঞা ও সেটার বিধান সম্পর্কে শুনে নিই, যেমন:

বিনয় ও নম্রতার সংজ্ঞা

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "নাজাত দিলানে ওয়ালে আমাল কী মা'লুমাত" এর ১০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মানুষের স্বভাব এবং তার অবস্থান ও মর্যাদার ভিত্তিতে তার প্রতি নম্রতা প্রদর্শন করা এবং নিজেকে নগন্য ও তুচ্ছজ্ঞান এবং ছোট মনে করাকে বিনয় ও নম্রতা বলে।

(ফয়যুল কদীর, ১/৫৯৯, হাদিসের ব্যাখ্যা: ৯২৫)

মনে রাখবেন! বিনয়ী লোককে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: হে আয়েশা! বিনয় অবলম্বন করো কেননা আল্লাহ পাক বিনয় প্রদর্শনকারীকে ভালোবাসেন আর অহংকারীদেরকে অপছন্দ করেন। **(কানযুল উম্মাল, ২/৫০, হাদিস: ৫৭৩১)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

এই অহংকার দ্বারা কী অর্জিত হয়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনেছেন যে, আল্লাহ পাক নম্রতা প্রদর্শনকারীদের ভালোবাসেন পক্ষান্তরে অহংকারীদেরকে অপছন্দ করেন। একটু ভেবে দেখুন তো! এই অহংকার দ্বারা কী লাভ হয়? শুধুমাত্র প্রবৃত্তির স্বাদ, তাও কিছুক্ষণের জন্য, অথচ এটার পরিণাম আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি, মুসলমানদের মনেকষ্ট, হাশরের ময়দানে অপদস্ততা ও অপমান, আল্লাহ পাকের রহমত ও জান্নাতের পুরুস্কার থেকে বঞ্চিত এবং দোযখের হকদার হওয়ার মতো বড় বড় ক্ষতি রয়েছে। অহংকার এমন ক্ষতিকর ব্যাধি যে, সেটা তার সাথে আরও অনেক মন্দ বিষয়াদিকেও নিয়ে আসে পক্ষান্তরে অসংখ্যা কল্যাণ ও বৈশিষ্ট্য থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে দেয়, যেমন-

অহংকারের ক্ষতিসমূহ

হযরত ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেন: অহংকারী ব্যক্তি যা কিছু নিজের জন্য পছন্দ করে অপর মুসলমানের জন্য সেটা পছন্দ করে না, এমন লোক বিনয়ের অধিকারীও হতে পারে না যা তাকওয়া ও পরহেযগারীর মূল, ঘৃণাও ছাড়তে পারে না, নিজের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য

মিথ্যা বলে, এই মিথ্যা ইজ্জতের কারণে রাগ ছাড়তে পারে না, হিংসা থেকে বাঁচতে পারে না, কোন ভালো কাজ করতে পারে না, অন্যের উপদেশ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকে, মানুষের গীবতে লিপ্ত হয়ে যায় মোটকথা অহংকারের মধ্যে লিপ্ত লোক নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য প্রতিটি মন্দ কাজ করতে বাধ্য এবং প্রতিটি ভালো কাজ করা থেকে অক্ষম হয়ে যায়।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতীয়মান হলো! অহংকারী লোক অহংকারের মধ্যে পতিত হয়ে অনেক বিপদ ও মন্দ আমলের শিকার হয়। অতএব আমাদের এটা থেকে বেঁচে থাকার কঠোরভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। সুতরাং যেভাবে আমরা শারীরিক রোগের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকি ঠিক সেইভাবে বরং এরচেয়েও বেশি অহংকারের মতো অভ্যন্তরীণ ও রুহানী ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

আসুন! অহংকার থেকে বাঁচার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি শুনি আর তার উপর আমল করার চেষ্টা করি, যেমন

অহংকার থেকে মুক্তির কতিপয় পদ্ধতি

❁ অহংকার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এরকম গভীর চিন্তাভাবনা অর্থাৎ নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করুন যে, হাশরের ময়দানে আমাকে স্বীয় রবের দরবারে আমার আমলের হিসাব দিতে হবে, যদি অহংকারের কারণে আমার পালনকর্তা আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যায় আর আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয় তবে দোযখের ভয়ানক আযাব কিভাবে সহ্য করবো? এইভাবে নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করার দ্বারা اِنْ شَآءَ الله অহংকার থেকে

বেঁচে থাকার যথেষ্ট সহায়তা মিলবে। ۞ অহংকার এবং অন্যান্য মন্দ বিষয়াদি থেকে মুক্তির জন্য দোয়ার আশ্রয় নিন কেননা দোয়া হলো মুমিনের হাতিয়ার। **(মুস্তাদরাক, ২/১৬২, হাদিস: ১৮৫৫)** অতএব দোয়া করুন, হে আমার পালনকর্তা! আমি নেককার হতে চাই, অহংকার ও অন্যান্য সমস্ত মন্দ বিষয়াদি থেকে মুক্তি চাই, কিন্তু নফস ও শয়তানের বাধা চলে আসে, তুমি তাদের মোকাবেলায় আমাকে বিজয় দান করো, আমাকে নেককার ও বিনয়ী বানিয়ে দাও। ۞ অহংকার থেকে বাঁচার জন্য নিজের দোষ-ত্রুটির উপর দৃষ্টি রাখা অনেক উপকারী এবং নিজের অভ্যাসকে তাকওয়া ও পরহেযগারী দ্বারা সজ্জিত করাটা দোষত্রুটি সম্পর্কে জানার জন্য অনেক বড় সহায়ক। ۞ অহংকারের একটি চিকিৎসা এটাও যে, যখন অহংকারে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে তখন সেটার ক্ষতিসমূহ ও আযাবসমূহের উপর গভীর দৃষ্টি রাখবেন যেন এসব ধ্বংসাত্মক আমল অর্থাৎ অহংকার থেকে বাঁচার স্পৃহা সৃষ্টি হয়। ۞ অহংকার থেকে মুক্তির জন্য প্রত্যেক ইসলামী ভাইকে সালাম দিন বরং সালামের ক্ষেত্রে আগে দিন সে ধনী হোক বা গরীব, বড় হোক বা ছোট। আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শিশুদেরকেও সালাম দিতেন। **(বুখারী, ৪/১৭০, হাদিস: ৬২৪৭১)** ۞ অহংকার থেকে বাঁচার জন্য নিজের কাজ নিজের হাতে করার চেষ্টা করুন এবং নিজের জিনিসপত্র স্বয়ং নিজে উঠিয়ে নিন। হাদিসে পাকে রয়েছে: যেই (মুসলমান) নিজের জিনিস নিজে উঠিয়ে নিল সে অহংকার থেকে মুক্ত হয়ে গেল। **(শুয়াবুল ঈমান, ৬/২৯২, হাদিস: ৮২০১)** ۞ একইভাবে সদকা ও খয়রাত করতে থাকাও অহংকার থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যম। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মুসলমানের সদকা আয়ু বৃদ্ধির কারণ, মন্দ মৃত্যু থেকে হেফাযত করে এবং আল্লাহ পাক সেটার মাধ্যমে অহংকার ও মুখাপেক্ষী এবং আত্মগর্ব দূরীভূত করেন।

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩/২৮৪, হাদিস: ৪৬০৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! অহংকার হলো বিনয়ের বিপরীত। অহংকার অত্যন্ত মন্দ পক্ষান্তরে বিনয় হলো অত্যন্ত ভালো একটি গুণ। অতএব আমাদেরকে প্রতিটি মূহুর্তে বিনয়ের অভ্যাস গড়ার চেষ্টা করা উচিৎ, কেননা এর ভেতরে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে এবং এটাই হলো দুনিয়াবী ও পরকালীন সফলতার রহস্য। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অহংকার ও গাম্ভীর্যতা থেকে বেঁচে থাকার এবং প্রতিটা মূহুর্তে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নেক আমল নম্বর ৫৫ এর প্রতি তাকিদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী আমাদেরকে এমন দ্বীনি পরিবেশ দিচ্ছে যেখানে আমাদেরকে নেক নামাযী হওয়ার, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার, অহংকার থেকে বেঁচে থাকার এবং বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়। নিজের ও অপরের সংশোধনের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর এবং নেক আমল রিসালা পূরণ করার মানসিকতা প্রদান করা হয়। নেক আমল রিসালার উপর আমল করে অনেক লোক নিজেদেরকে সংশোধন করে নিয়েছে। আমাদেরও উচিত যে, নিয়মিতভবে নেক আমল রিসালা পূরণ করা এবং প্রত্যেক মাসে নিজের যিম্মাদারকে জমা করানো।

নেক আমল রিসালায় একটি নেক আমল নম্বর ৫৫ হলো, আজকে কি আপনি পাগড়ী শরীফ পরিধান করেছেন? **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** পাগড়ী শরীফ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি প্রিয় সুন্নাতে মুবারকা এই নেক আমলের উপর আমল করার দ্বারা আমরা সুন্নাতের উপর

আমল করার সাওয়াব পাবো এবং এটার সাথে সাথে আরও অনেক দ্বীনি উপকারিতা অর্জিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পোশাকের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "১৬৩ মাদানী ফুল" থেকে পোশাকের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ❁ জ্বিনদের চোখ ও মানুষের সতরের মাঝখানে পর্দা হলো এটা যে, যখন কেউ কাপড় খুলবে তখন যেন بِسْمِ الله বলে নেয়। **(আল মু'জামুল আউসাত, ২/৫৯, হাদিস: ২৫০৪)** হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: যেমনটি দেওয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টির জন্য আড়াল হয় ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ পাকের এই যিকিরটি জ্বিনদের দৃষ্টির থেকে আড়াল হবে যে, জ্বিনেরা এই লজ্জাস্থান দেখতে পাবে না। **(মিরাত, পৃ: ২৬৮)**

ঘোষণা

পোশাকের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে অতএব সেগুলি জানার জন্য অবশ্যই হালকায় অংশগ্রহণ করবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ২২ অক্টোবর ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

কাপড় পরিধানের অবশিষ্ট আদাব

- যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও উন্নতমানের পোশাক পরিধান করা থেকে বিনয়ের কারণে দূরে থাকবে আল্লাহ পাক তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন। **(আবু দাউদ, ৪/৩২৬, হাদিস: ৪৭৭৮)**
- পোশাক যেন হালাল উপার্জন দ্বারা হয় কেননা যেই পোশাকটি হারামের উপার্জিত হয়, সেটা দ্বারা ফরয ও নফল কোন নামাযই কবুল হয় না।

(কাশফুল ইলতিবাস ফি ইস্তিহবাবিল লিবাস লিশ শায়খ আব্দুল হক দেহলবী, পৃ: ৩৬)

- (কাপড়) পরিধানের সময় ডান দিক দিয়ে শুরু করুন (কেননা এটি সুন্নাত) যেমন যখন পাঞ্জাবী পরিধান করবেন আগে ডান হাত আস্তিনে প্রবেশ করাবেন এরপর বাম হাতের আস্তিনে। **(প্রাগুক্ত পৃ: ৪৩)**
- একইভাবে পায়জামা পরিধানের সময় আগে ডান পা এরপর বাম পা প্রবেশ করাবেন আর যখন (পাঞ্জাবী, পাজামা) খুলবেন তখন এর বিপরীত করবেন অর্থাৎ আগে বাম দিক থেকে শুরু করবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শৌচাগারে প্রবেশ করার আগের দোয়া

দাওয়াতে ইসলামী সাপ্তাহিক ইজতিমার সিডিউল অনুযায়ী "শৌচাগারে প্রবেশ করার আগের দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُبِکَ مِنَ الۡخُبُثِ وَ الۡخَبَائِث ۔

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি অপবিত্র নর জিন ও নারী জিন থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। **(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃ: ২০৪)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং- ৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে

নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের

পূর্বে কি بِسْمِ اللهِ পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد